আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমাঃ প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় কৃষকের ঘুরে দাড়ানোর প্রেরণা

মোঃ আবদুল করিম
ম্যানেজার, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
বিপনন, ব্যবসা উন্নয়ন ও দায়গ্রহণ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কৃষির ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রায় ৪৮% লোক সরাসরি কৃষি কাজে সম্পৃক্ত হওয়া সত্ত্বেও এদেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা অনেকটা প্রকৃতি নির্ভর। বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতিগত কারণে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রায় প্রতি বছর সৃষ্ট বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগে কৃষি উৎপাদন যেমন ব্যহত হয় তেমনি কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে প্রায়শই নিঃস্ব সর্বশান্ত হয়ে হাহাকার করতে থাকে। গত ২০ বছরের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৯৯৫ জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ২৭%। অথচ ২০১৩ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১৬.৩%, ২০১৮ সালে ১৩.৭% এবং ২০১৯ সালে আরো করে দাঁড়ায় ১২.৬৮%। বলা বাহুল্য এর প্রধান কারণ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব। তবে কৃষিবান্ধব বর্তমান সরকারে নানামূখী উদ্যেগের ফলে এদেশের কৃষি সেক্টর ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। ২০২১ সালে দেশের জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪.২৩%-এ উন্নীত হয়। ব্যাপক জনগোষ্ঠি ও তাদের মৌলিক এই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক দূর্যোগসহ বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি অনাবৃত রেখে দেশের Sustainable Development সম্ভব নয়। তাই জলবায়ু পরিববর্তন-এর প্রভাব জনিত সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতিকে বীমাযোগ্য ঝুঁকি রুপান্তরপূর্বক দেশে কৃষি তথা শস্য বীমা চালু করে এগিয়ে নেয়া সময়ের দাবী।

বাংলাদেশে শস্য বীমার গোড়ার কথা

বাংলাদেশে জাতীয় অর্থনীতিতে নন-লাইফ ইন্সুরেন্সের পেনিট্রেশনের হার খুবই নগ্যন্য। যদিও কৃষি দেশের অর্থনীতির প্রধান খাত, তথাপি মটর, নৌ, অগ্নি বীমা যে পরিমাণ গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে সেই তুলনায় কৃষি বীমা কৃষকদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি। দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় নন-লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ১৯৭৭ সালে সর্বপ্রথম ট্রেডিশনাল শস্য বীমা চালু করে। কিন্তু অতিমাত্রায় অপারেশনাল কস্ট, মর‍্যাল হ্যাজার্ড, জনসচেতনতা অভাব এবং পর্যাপ্ত প্রচার-প্রচারনা অভাবে কৃষকদের মধ্যে কৃষি বীমার চাহিদা গড়ে উঠেনি। তাছাড়া প্রায় প্রতিবছর প্রাকৃতিক দূর্যোগের মোকাবেলা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরুপনে সহজ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি না থাকার ফলে দাবী পরিশোধের হার হয়ে উঠে অসহনীয় (প্রায় ৫০০%) ফলশ্রুতিতে কৃষি বীমা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তারপরেও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক কয়েকবার উদ্যেগ গ্রহণ করে। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে চালুর চেষ্টা করলেও লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো বাংলাদেশে প্রায় ৪৫টি বেসরকারী ন-লাইফ বীমা কোম্পানী থাকলেও ২০১৪ সাল পর্যন্ত কৃষি বীমা প্রচলনে কোন কোম্পানী এগিয়ে আসেনি। তবে আশার কথা হলো ২০১৪ সালের পরে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের পাশাপাশি দু-একটি বীমা কোম্পনী শস্য বীমা প্রচলনের কাজ শুরু করেছে।

আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা প্রচলন ও জনমূখী করার লক্ষ্যে সম্প্রতি গৃহীত পদক্ষেপ সমূহঃ

আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমার ধারনাঃ

জলবায়ু পরিববর্তন-এর প্রভাব জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় ট্রেডিশনাল শস্য বীমার সমস্য ও বাধার বিষয়গুলি বিবেচনা নিয়ে আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা হতে পারে কৃষি সেক্টরের আবহাওয়া জনিত ঝুঁকি স্থানান্তরের একটি কার্যকর হাতিয়ার।

- আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি গাণিতিক ধারণা। মেট্রোলজিস্ট ও এ্যগ্রোনোমিস্টের পরামর্শ মোতাবেক অতীতের ২০-৩০ বৎসরের আবহাওয় ডাটা ও ফসল উৎপাদনে ডাটার তুলনামূলক সম্পর্কে ভিত্তিতে বীমা প্রোডাক্ট প্রনয়ণ করা হয় এবং লস রেসিও অনুযায়ী প্রিমিয়ামের হার নির্ধারণ করা হয়।
- আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি গাণিতিক ধারণা। মেট্রোলজিস্ট ও এ্যগ্রোনোমিস্টের পরামর্শ মোতাবেক অতীতের ২০-৩০ বৎসরের আবহাওয় ডাটা ও ফসল উৎপাদনে ডাটার তুলনামূলক সম্পর্কে ভিত্তিতে বীমা প্রোডাক্ট প্রনয়ণ করা হয় এবং লস রেসিও অনুযায়ী প্রিমিয়ামের হার নির্ধারণ করা হয়।
- একটি নির্দিষ্ট স্থানের আবহাওয়ার তথ্য যেমন- অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, বন্যা, খরা, তাপমাত্রা ইত্যাদি রিয়েল টাইম ডাটার সংরক্ষণ ও গণনার ভিত্তিতে বীমার দাবী পরিশোধ করা হয়। যা প্রকৃত ক্ষতির নিরীখে নয়।

- আবহাওয়া সূচকভত্তিকি শস্য বীমায় দেখা যায় এটি -
    - সহজ ও স্বচ্ছ পদ্ধতি;
    - দাবী নিরূপণ পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ;
    - অতি অল্প সময়ের মধ্যে দাবী পরিশোধ করা যায়;
    - প্রশাসনিক খরচ কম, ফলে প্রিমিয়ামও অপেক্ষাকৃত কম; ও
    - আন্তর্জাতিক পুনঃবীমাকরণের সুবিধা।

এডিবি'র সহায়তায় সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত 'আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমাঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কৃষকদেরকে ক্ষয়ক্ষতিউত্তর স্বাবলম্বী হয়ে তাদের স্বাভাবিক কর্মকান্ড সচল রাখার জন্য অর্থ মন্ত্রনালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উদ্যেগে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত পরীক্ষামূলক ভাবে আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এতে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর সহযোগিতা করে। পরীক্ষামূলক আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা প্রকল্প বাস্তবায়নে সাবীকের অভিজ্ঞতা নিম্নরূপঃ

- প্রকল্পের আওতায় খরা প্রবন অঞ্চল হিসাবে রাজশাহী, বন্যা প্রবন অঞ্চল হিসাবে সিরাজগঞ্জ এবং সাইক্লোন প্রবন অঞ্চল হিসাবে নোয়াখালী এই ৩টি জেলার ২০টি উপজেলা ২০টি স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া স্টেশন (AWS) স্থাপন করা হয়েছে;
- ১৬,৪২৬ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিকে বিভিন্ন সেমিনার ও FGD'র মাধ্যমে জলবায়ু সম্পর্কিত ঝুঁকি ও কৃষি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং পরীক্ষামূলক আবহাওয়া সূচক ভিত্তিক শস্য বীমা সম্পর্কে Sensitize করার পাশাপাশি প্রকল্প এলাকা ৭টি পাইলটিং-এর অধীনে ৯,৭০০ কৃষকরে মধ্যে আবহাওয়া সূচক ভিত্তিক শস্য বীমার (WIBCI)পলিসি ইস্যু করা হয়েছে;
- ৮,২৩৬ টি পলিসির বিপরীতে কৃষকদেরকে দাবী পরিশোধ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর-এর আবহাওয়া স্টেশন ডাটা, প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত AWS ডাটা এবং স্যাটেলাইট ভিত্তিক Remote Sensing ডাটার ভিত্তিতে প্রণীত WIBCI পলিসিতে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি (খরা), অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত জনিত বন্যা, ঝড় এবং Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) ইত্যাদি ঝুঁকি কভার করে বোরো, আমন, আলু, পটল ও মরিচ মোট ৫টি ফসলকে বীমার আওতায় আনা হয়েছে;
- দাবীর অংক ছোট ছোট আকারের হওয়ায় মোবাইল ব্যাংকিং (বিকাশ) ব্যবহার করে কৃষকদেরকে সহজে ও দ্রুততম সময়ে পরিশোধ করা হয়।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত 'হাওড় বন্যা সূচক শস্য বীমাঃ

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় হাওড় এলাকা মেঘালয় পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত হওয়ায় ঐ অঞ্চলের কৃষকদের উপাদিত ফসল ঘরে তোলার ঠিক পূর্ব মূহুর্তে প্রায়শঃ অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও অপ্রত্যাশিত পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যা (Flash Flood) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই আকর্স্মিক বন্যার অন্যতম কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ব্যাপক বৃষ্টিপাত। আর এই বৃষ্টিপাতে সঞ্চিত পানির প্রবাহের একমাত্র পথ হচ্ছে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জলধারা। পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় এই এলাকা মানুষের জীবন-জীবিকা করে তোলে বিপর্যস্ত। তাই পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় (Flash Flood) ফসলের ক্ষয়ক্ষতিকে বীমাযোগ্য ক্ষতিতে রূপান্তর করে হাওড় অঞ্চলের কৃষকদের আর্থিক সার্মথ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের নির্দেশনায় সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ২০২০ সালে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করেছে **'হাওড় বন্যা সূচক শস্য বীমা'**। এ বীমার আওতায় বোরো মৌসুমে কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলায় ২০২০ সালে ৪১৫ জন ও ২০২১ সালে ৫২৫ কৃষককে এই বীমার আওতায় আনা হয়েছে। MODIS Satellite Data ব্যবহার করে আবহাওয়া প্যারামিটার হিসাবে Percent of inundated areas as total geographical area (3*3) km ধরে এই বীমা পলিসি প্রণীত হয়েছে।

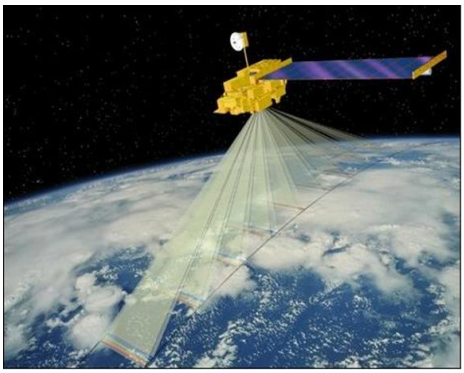

সিনজেন্টা ফাউন্ডেশন কর্তৃক সুরক্ষা আওতায় গৃহীত পদক্ষেপঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশে টেকসই কৃষি ব্যবস্থা ও কৃষকদের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সুইস দূতাবাস অর্থায়নে সিনজেন্টা ফাউন্ডেশন ফর সাসটেইনেবল এ্যগ্রিকালচার কর্তৃক ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে বাস্তবায়িত 'Promoting Risk Mitigation Measures for Climate Change Adaptation' (সুরক্ষা)' প্রকল্প আওতায় সাধারন বীমা কর্পোরেশন এবং গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বাণিজ্যিকভাবে আবহাওয়া সূচক শস্য বীমা পলিসি ইস্যু করছে। এই প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ২১৪ হাজার কৃষকের আমন ধান, বোরো ধান, আলু, ভুট্টা এবং শিমের ফসলের বীমা করা হয়েছে। যার মধ্যে ৩২ মহিলা কৃষক। বিভিন্ন বিতরণ চ্যানেল যেমন – ব্র্যাক সিনজেনটা বাংলাদেশ লিমিটেড, ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, গ্রাম উন্নয়ন কর্ম, জিবিকে এন্টারপ্রাইজ, এবং ইজেএবি এগ্রো লিমিটেড ইত্যাদি ব্যবহার করে এই আবহাওয়া সূচক শস্য বীমা পলিসি কৃষকদের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। প্রকল্পটি ১৬টি জেলার ৬৪টি উপজেলাতে সম্প্রসারিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭০০ হাজারেরও বেশি কৃষকে বিভিন্ন সচেতনতামূল প্রোগ্রামের মাধ্যমে শস্য বীমার গুরুত্ব এবং সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন পরিবেশক এবং বীমা কোম্পানির ২৫০ টিরও বেশি কর্মীকে আবহাওয়া সূচক-ভিত্তিক বীমা এবং এর পদ্ধতির উপর সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যারা কৃষকদের কাছে এই বীমা সম্পর্কে প্রচার-প্রচারনা করছে। বীমা নিষ্পত্তির জন্য বীমাকৃত কৃষকদের ২০ লাখ টাকারও বেশি ক্ষতিপুরণের অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

আইএফসি - গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোং কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপঃ

ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন (আইএফসি)-এর সার্বিক সহায়তায় বেসরকারী নন-লাইফ বীমা কোম্পানী গ্রীন ডেল্টা ইন্সুরেন্স কোং গ্রিডেড বৃষ্টিপাত-এর উপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্রাকারে আবহাওয়া সূচকভিত্তি শস্য বীমা চালু করেছে। তারা ছোট ছোট আকারে কয়েকটি পাইলটিং সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে তারা ক্ষুদ্র পরিসরে শস্য বীমা চালু রেখেছে।

অক্সফাম-প্রগতি ইন্স্যুরেন্স কোং কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপঃ

বেসরকারী নন-লাইফ বীমা কোম্পানী প্রগতি ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ আন্তঃর্জাতিক সাহায্য সংস্থার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পাইলটিং বেসিসে সিরাজগঞ্জ জেলার চরাঞ্চলের বন্যাক্রান্ত ১৪টি গ্রামে ১৬৬১ টি কৃষক পরিবারকে বন্যার ঝুঁকি হ্রাসে বন্যা সুচকভিত্তিক শস্য বীমা চালু করেছে। বর্তমানে তারা কৃষকদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে কাজ করছে।

শস্য বীমা চালুর যৌক্তিকতাঃ

যে কোন সেক্টরকে সফল ও টেকসই বাণিজ্যিক পর্যায়ে রূপান্তরের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো কার্যকরভাবে ঝুঁকি হ্রাস / স্থানান্তর করা। আর ঝুঁকি স্থানান্তরের প্রধান উপায় হলো বীমা। এ যাবত পরিচালিত শস্য বীমা কার্যক্রমের অভিজ্ঞতায় এটা প্রতিয়মান হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত কারণে আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা চালু

- ✓ প্রতিনিয়ত আর্থিক ও প্রাকৃতিক দূর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা করেও কৃষি সেক্টর আজ বাণিজ্যিক পর্যায়ে রূ পান্তরের জন্য এ জাতীয় শস্য বীমা অত্যন্ত কার্যকর;
- ✓ যে কোন ধরনের প্রাকৃতিক দূর্যোগে ফসলহানি হলে তা রোধ করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু বীমা করা থাকলে কৃষকদেরকে অন্তত উৎপাদন খরচের সমপরিমাণ আর্থিকভাবে ক্ষতিপুরণ করা সম্ভব। এতে কৃষকদের মনোবল চাঙ্গা থাকবে এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারবে;
- ✓ প্রাকৃতিক দুর্যোগে সৃষ্ট ক্ষতিগ্রস্ততার অনুপাতে কৃষকেরা যে পরিমাণ ত্রাণ বা সাহায্য পায় তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই যৎসামান্য তাও যথাসময়ে পায় না। তাই রিলিফ বা সহযোগিতার দিকে তাকিয়ে না থেকে দূর্যোগ পরবর্তীকালে বীমা দাবী থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে পুনরায় উৎপাদন কাজে মনোনিবেশ করতে পারবে এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে;

- ✓ রাষ্ট্র তথা সরকারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা চাপ কমে, বাজেট বর্হিভূত / অতিরিক্ত দুর্যোগ ত্রাণ তহবিলের প্রয়োজনীয়তা হ্রাসকরণের মাধামে উন্নয়ন কর্মকান্ডে অধিক অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ অর্থনীতির স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ সম্ভব;
- ✓ ব্যাংক, এনজিও এমএফআই সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কৃষি লোনের রিকভারী রেট ও গুণগত উন্নয়নের পাশাপাশি ঋণগ্রহীতার পরিশোধের ক্ষমতা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়;
- ✓ বিভিন্ন আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা'র পরীক্ষামূলক বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করে কৃষকের কৃষি আয়ের নিশ্চয়তা ঠিক রাখতে শস্য বীমা অত্যন্ত কার্যকরী।

শস্য বীমা বাস্তবায়েনে প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জঃ

এ যাবত পরিচালিত শস্য বীমা কার্যক্রমের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় এই ধরনের শস্য বীমার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমন - বীমা বিষয়ে জনসচেতনতার অভাব ও নেতিবাচক ধারনা, কৃষকের আর্থিক অসচ্ছলতা, বীমা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার অভাব, কারিগরি দক্ষতা ও তথ্যে অভাব, অবকাঠামোর অনুপস্থিতি, যথাযথ বিতরনের মাধাম গড়ে না উঠা এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠানের অনাগ্রহ ইত্যাদি।

প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সুপারিশঃ জাতীয় অর্থনীতি মজবুত করার লক্ষ্যে প্রাকৃতিক দূর্যোগের ফলে ফসল হানির ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কৃষি তথা শস্য বীমা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই এই বীমা পরিকল্প বাস্তবায়নে সফলতা অর্জন করতে হলে রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নিম্নোক্ত সুপারিশ গুলোর উপর জোর দেয়া একান্তভাবে প্রয়োজনঃ

- ➢ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন - ডি.এ.ই, উপজেলা কৃষি অফিস, কৃষি ব্যাংক, বিএডিসি,বাংলাদেশ হাওড় ও জলাশয় উন্নয়ন অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন, এনজিও, এমএফআই, জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন এগ্রিগেটদের নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করে কৃষি / শস্য বীমা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। কেননা মাটপর্যায়ে কৃষকদের নিকট কৃষি কর্মকর্তাদের ব্যপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।
- ➢ শস্য বীমাকে কার্যকর উপায়ে বাস্তবায়নকল্পে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় সাবসিডির ব্যবস্থা রাখা এবং প্রিমিয়ামে আরোপিত ভ্যট মওকুফ করা যেতে পারে। সাবসিডি প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ও বিভিন্ন দাতা সংস্থার অর্থায়নে একটি ফান্ড গঠন করে বীমা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং কৃষকদের বীমা গ্রহণে আগ্রহী করতে প্রিমিয়ামে আর্থিক সহায়তা হিসাবে ভর্তুকি (Subsidy) প্রদান করা যেতে পারে;
- ➢ শস্য বীমা প্রোডাক্ট ডিজাইন ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপনের নিমিত্বে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সকল ডাটা Free of cost ও সহজবোধ্যভাবে নিভূল ডাটা নিশ্চিত করণার্থে একটি কমন ডাটা প্লাটফর্ম (e-Flatform for common Data) তৈরী করা যেতে পারে।
- ➢ বিভিন্ন ব্যাংক এবং এনজিও-এমএফআইকে বিতরনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার ও বিতরণকৃত কৃষি ঋণের সাথে শস্য বীমাকে বাধ্যতামূলক বান্ডেল প্রোডাক্ট হিসাবে চালু করার বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে;
- ➢ প্রিমিয়াম কালেকশন ও উত্থাপিত দাবীর অংক কৃষকের হাতে পৌঁছে দেয়ার জন্য মোবাইল ব্যাংকিং চ্যানেলকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে;
- ➢ PPP-এর ভিত্তিতে সরকারী বেসরকারী নন-লাইফ বীমা কোম্পানীকে শস্য বীমা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে;
- ➢ শস্য বীমা ও গবাদি পশু বীমা'সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের কৃষি বীমার জন্য কৃষিবান্ধব রেগুলেটরী ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করা যেতে পারে; এবং
- ➢ আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে শস্য বীমা প্রোডাক্ট প্রণয়নপূর্বক Trial & Error এর ভিত্তিতে বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় পাইলটিং বাস্তবায়নপূর্বক হাওড় শস্য বীমার একটি স্থায়ী ও টেকসই মডেল প্রস্তুত করা যেতে পারে।

আবহাওয়া সূচকভিত্তিক শস্য বীমা চালু করার সম্ভাবনা

দেশের জিডিপিতে কৃষি সেক্টরের উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। কিন্তু প্রতিবছর বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন ঘূর্নিঝড়, খরা, বন্যা, Flash flood ইত্যাদি কারণে দেশের বিভিন্ন এলাকার কৃষকদের জানমাল ও ফসলাদি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর ফলে কৃষকেরা আর্থিকভাবে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে। বিশেষ করে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারগুলো আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে একবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ফলে দেখা দেয় সামাজিক অস্থিরতা। প্রাকৃতিক দূর্যোগের পর আর্থিক দূরাবস্থার কারণে কৃষকগণ স্বাভাবিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা পূনর্গঠন করতে পারে না, ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং জাতীয় অর্থনীতির উপর চাপ পড়ে। এহেন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বিগত বছরগুলোতে জিডিপিতে কৃষির অবদান ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকায় সরকার দেশের কৃষি উন্নয়নে নানা মূখী সরকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নানামূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ত্রান, নগদ সহায়তা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি। তবে এই ধরনের পরিস্থিতিতে স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষকগণ যদি নিজেরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে সেটাই হলো টেকসই সমাধান। তার জন্য কৃষকদের অনাকাঙ্খিত অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি অন্যত্র স্থানান্তর করতে পারে অর্থাৎ কৃষি সেক্টরে প্রাকৃতিক দূর্যোগে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতিকে বীমাযোগ্য ক্ষতিতে (Insurable Loss) রুপান্তর করে ঝুঁকি গ্রহণকারী বীমা

প্রতিষ্ঠানের নিকট তাদের ঝুঁকি স্থানান্তর করে আর্থিক ব্যাকআপ দেয় তবেই তারা স্বাবলম্বী হতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কৃষকদের জন্য শস্য বীমা বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের ক্ষতি কাটিয়ের উঠার লক্ষ্যে শস্য বীমা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করা গেলে দূর্যোগকালীন সময়ে শস্য উৎপাদন ব্যাহত হলেও বীমা থেকে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের আর্থিক সহযোগিতা দেয়া সম্ভব হবে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষি বীমা ছড়িয়ে দিতে পারলে এর প্রিমিয়ামের হার কমে আসবে এবং নন-লাইফ বীমা পেনিট্রেশনের বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও বৈদেশিক পুনঃবীমা প্রতিষ্ঠানের নিকট পুনঃবীমা করা থাকলে ক্ষয়ক্ষতির উদ্ভব হলে বৈদেশিক পুনঃবীমাকারীর নিকট থেকে একটা বড় অংশ আদায় করে দেশের অর্থনীতিতে যোগ করা সম্ভব। ফলে দূযোর্গকালীন সময়ও কৃষকদের আয় স্থির থাকবে ও কৃষকগণ তাদের মনোবল ফিরে পাবেন এবং পূর্নোদ্যমে পুনরায় কৃষি উৎপাদনে মনোনিবেশ করতে পারবেন। এতে দেশে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও সম্ভব হবে। সামগ্রিকভাবে কৃষি তথা দেশের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত হবে।